দৈনিক সংবাদ

NOV. 20 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ .....

শুধু কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত!

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কর্মকাণ্ড স্থগিত ঘোষণা করেছেন। বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হল দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি শুরু করে। বিশেষ করে গত এক মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বড় কলেজগুলোতে হল দখল, কলেজ দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির যে নজির স্থাপন করেছে সেটা সত্যিই নজিরবিহীন। শুধু দখল করেই শেষ নয় প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী, সমর্থক এমনকি শুভানুধ্যায়ীদেরকেও হল, ক্যাম্পাস এবং কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে; পরীক্ষা দিতে এলে মেরে হাত-পা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ক্লাস করতে দেয়া হচ্ছে না- যেন যুদ্ধ করে শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে ছাত্রদলের ক্যাডাররা।

বস্তুত এবার বিএনপি সরকার গঠনের পর মাত্র এক মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে দখলতন্ত্র এবং সন্ত্রাস হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ কখনো সেটা দেখেনি। এমনই অবস্থা তৈরি করেছে ছাত্রদল যে, প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনও সেটা হজম করতে পারলেন না। সরকার ও দলের ভাবমূর্তির খাতিরে তিনি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত করতে বাধ্য হলেন।

অনেকে প্রধানমন্ত্রীর এ পদক্ষেপকে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি দমনের অঙ্গীকারের প্রতি তার আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন। আসলে কি সেরকম মনে করার কোন বাস্তব কারণ বা সুযোগ রয়েছে?

ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড স্থগিত করা বিএনপি চেয়ারপারসনের জন্য নতুন কোন ঘটনা নয়। গত বছর যখন বিএনপি বিরোধীদলে ছিল তখন ছাত্রদলের পিন্টু-লান্টু গ্রুপের সশস্ত্র লড়াইয়ে দু'জন নিহত হয়েছিল। সেই সময় বিএনপির চেয়ারপারসন ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড স্থগিত করেছিলেন এবং ৫ মাস স্থগিত থাকার পর সশস্ত্র যুদ্ধের নায়কদের নিয়েই ছাত্রদলের কমিটি করেছিলেন তিনি। এরকম অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে এর আগেও ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড স্থগিত হয়েছে; কিন্তু সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির সর্বনাশা চক্র থেকে ছাত্রদল কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেনি।

এবারও দেখা গেছে জগন্নাথ হল দখল করার পর ছাত্রদলের সভাপতি ও এমপি সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন, জগন্নাথ হল দখল হয়ে গেছে, তার আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। ক্ষমতায় যাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের টেন্ডারবাজিকে জড়িয়ে ছাত্রদলের সভাপতির নাম শোনা যায়। প্রশ্ন হলো কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করলেই কি ছাত্রদলের নেতা ও ক্যাডাররা সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজি বন্ধ করে দেবে? প্রধানমন্ত্রী না হয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ করলেন; কিন্তু সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজি বন্ধ করবে কে? বরং বাস্তবে দেখা যাবে ছাত্রদলের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে থাকবে; কিন্তু তাদের ক্যাডারদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং টেন্ডারবাজি আরো বেপরোয়াভাবে, আরো জোরেশোরে চলতে থাকবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কার্যক্রম না হয় বন্ধ হলো; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, জেলা কমিটি, নগর কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিটি, থানা কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা এবং সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির তৎপরতা বন্ধ হবে কিভাবে?

ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ করলেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধ হয়ে যাবে- এটা কোনভাবেই বাস্তবসম্মত ধারণা নয়। যেটা বন্ধ করতে হবে সেটা সাংগঠনিক কার্যক্রম নয়, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং টেন্ডারবাজি। তার জন্য ছাত্রদলের মধ্যে যেসব ক্যাডার, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ এবং তাদের গডফাদার রয়েছে তাদেরকে দল থেকে উৎখাত করতে হবে। ছাত্রদলের মূল সংগঠন বিএনপির মধ্যে যারা এসব ক্যাডারের পৃষ্ঠপোষক এবং যারা ক্যাডারের সাহায্য নিয়ে রাজনীতি করছেন তাদের হাত থেকে ছাত্রদল এবং বিএনপিকে মুক্ত করতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধের অঙ্গীকারের প্রতি আন্তরিক। তা না করে শুধু ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম কয়েকদিন বা কয়েক মাসের জন্য স্থগিত করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না; বরং আরো বৃদ্ধি করার পথই প্রশস্ত করা হলো। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন ছাত্রদলের ক্যাডারদের কাছ থেকেই আন্তরিক অভিনন্দন পাবেন।

সম্পাদকীয়